দামুড়হুদায় মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় উপজেলায় ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ‘মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১২টায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলার জয়রামপুর শেখপাড়ায় কৃষক রুহুল আমীনের আম বাগানে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক আলমগীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের দেশে ৩০ হাজার কোটি টাকার মশলার বাজার আছে। প্রতি বছর আমরা ৯০০ কোটি টাকার মশলা আমদানি করি। এই অঞ্চলের কৃষকরা কিন্তু উদ্যক্তা। মোট ১০৯ প্রকার মশলা হয়, এর মধ্যে ৫০ প্রকার মশলা আমাদের দেশে চলে, এর মধ্যে ১৭টি মশলার চাষ হয়। কিন্তু বেশি চাহিদা ৫টি মশলার। আপনারা বাড়ির আশপাশের পতিত জায়গায় এই বারি রসুন ৩ ফলাতে পারেন। বাড়িতে যদি বস্তায় আদা চাষ করেন তাও নিজেদের পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারি। তাই মশলা যদি আমরা নিজেরাই চাষ করি তাহলে আমাদের আমদানিতে টাকা খরচ কম হবে। আমরা আগামীতে আর বাইরে থেকে পিয়াজ আমদানি করতে চাইনা। আগামীতে ৪৪,৫০০ জন কৃষকদের পেয়াজ চাষের জন্য সার বীজ সব দিয়ে সহযোগিতা করা হবে। আমরা আর বাইরের দেশ থেকে পেয়াজ আমদানি করতে চাইনা। আপনারা এই বারি রসুন ৩ চাষ করে নিজের পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাসুদুর রহমান সরকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষ্ণ রায়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, কৃষি উপসহকারী সাইফুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বারি রসুন-৩ জাতের চাষাবাদ, ফলন বৃদ্ধি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কৃষকদের মাঝে

উন্নত জাতের মসলা চাষে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনাও প্রদান করা হয়।উক্ত মাঠ দিবস ও আলোচনা সভায় প্রায় ১৫০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে বারি মসুর-৮ ও বারি মটর-৩ এর উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের মাঠ দিবস

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি মসুর-৮ ও বারি মটর-৩ এর নতুন জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন কর্মসূচি বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার বারাদীতে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্রে বারি মসুর-৮ এবং বেলা ১১টার দিকে বারি মটর-৩ এর কর্মসূচি পালন করা হয়।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারাদী বিএডিসি খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহান আল মাহমুদ, কৃষি বিজ্ঞানী মামুন হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মাঠ দিবসে প্রায় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন। তারা বারি মসুর-৮ ও বারি মটর-৩ এর নতুন জাতের চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, ফলন বৃদ্ধি ও আর্থিক সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেন।

বারি মসুর-৮ সম্পর্কে জানানো হয়, এ জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল হওয়ায় সাধারণত ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। এর ফলন আগের অনেক জাতের তুলনায় বেশি প্রতি হেক্টরে প্রায় ২২০০ থেকে ২৫০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া জাতটি জেনেটিক্যালি উন্নত হওয়ায়

প্রতিকূল পরিবেশেও ভালো ফলন দিতে সক্ষম।

অন্যদিকে বারি মটর-৩ বীজ হিসেবে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ২ থেকে ৩ টন ফলন পাওয়া যায়। আর সবজি হিসেবে সংগ্রহ করলে ফলন আরও বেশি প্রতি হেক্টরে প্রায় ১২ থেকে ১৪ টন পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব।

বক্তারা আরও বলেন, মটর বাংলাদেশের অন্যতম সাশ্রয়ী ডাল ফসল। উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম এবং লাভের সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় কৃষকদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক ও উপযোগী ফসল। কৃষকরা যেহেতু লাভের উদ্দেশ্যেই কৃষিকাজ করেন, সেক্ষেত্রে বারি মটর-৩ তাদের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে মুজিবনগর পিকনিক স্পটে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এমএলটি সাইট মুজিবনগরের বৈজ্ঞানিক সহকারী হাসান আলীর সঞ্চালনায় এবং বারাদি, মেহেরপুর সদরস্থ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মতিয়ার রহমানের (প্রকল্প পরিচালক) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মাঠ দিবসে সভাপতি ও প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মানসম্মত পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের সঠিক পদ্ধতি ও করণীয় বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়া হাতে-কলমে দেখানো হয় কীভাবে হাতের মাধ্যমে পেঁয়াজ ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত ও পরিপুষ্ট বীজ উৎপাদন করা যায়।

মাঠ দিবসে প্রায় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) উদ্ভাবিত উন্নত জাত বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামে এ মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক, কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান সরকার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মোঃ নূরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ মোঃ হাসান আলী, বাড়াদী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ বশিরুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক রহমান মুকুল।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ। উপস্থিত ছিলেন, কৃষাণ-কৃষানী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা দ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

প্রধান অতিথি বলেন, বারি সরিষা-১৪ একটি উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্পমেয়াদি জাত। এই জাতটি রোগবালাই সহনশীল হওয়ায় কৃষকরা সহজেই চাষ করতে পারেন এবং তুলনামূলকভাবে কম খরচে বেশি লাভবান হতে পারেন। এছাড়া এর তেলের পরিমাণও বেশি, যা কৃষকদের জন্য

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।

মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকদের সরিষা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সঠিক সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সময়মতো সেচ প্রদান এবং ফসল কর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মাঠে প্রদর্শিত বারি সরিষা-১৪ এর ফলন দেখে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, এই জাতের সরিষা চাষ করলে স্বল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে মাঠ দিবসে উপস্থিত কৃষকদের সরিষা চাষের আধুনিক পদ্ধতি, সঠিক সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সময়মতো সেচ প্রদান এবং ফসল কর্তনের বিষয়ে বিস্তারিত কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মাঠে প্রদর্শিত বারি সরিষা-১৪ এর ফলন দেখে কৃষকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ জানান, এই জাতের সরিষা চাষ করলে স্বল্প সময়ে ভালো ফলন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে বারি সরিষা-১৪ চাষে আগ্রহী হবেন। কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মাঠ দিবসের আয়োজন করা হবে।

আলমডাঙ্গায় তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ দিবস

আলমডাঙ্গায় তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের উদ্যোগে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লকে মাধবপুর মাঠে এক মাঠ দিবস ও কারিগরী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল ১২টার অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ নুরুল ইসলাম।তিনি বলেন, দেশে সরিষার চাহিদা পূরণে কৃষি গবেষণার উদ্ভাবিত স্বল্প মেয়াদী এবং উচ্চফলনশীল জাতের বারি সরিষা-১৪ চাষাবাদ করে লাভবান হওয়া যায়। এতে একদিকে যেমন তেল উৎপাদন বাড়বে তেমনি আমদানীর উপর নির্ভরতা কমবে আসবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনিটরিং অফিসার হাসান আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ। তিনি বলেন, তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের মাঠ দিবসগুলোতে কৃষকদের সরিষার আবাদে উদ্বুদ্ধ করতে উচ্চফলনশীল জাতের বারি সরিষা-১৪ এর চাষাবাদ কলাকৌশল এবং এর উপকার সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে বলে জানান।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ উদয় রহমানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, দুলারী খাতুন, আব্দুর রফিক, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা খলিলুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম মোল্লা, রোকেয়া খাতুন, হাসিনা খাতুন প্রমুখ।

সভায় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী গণমাধ্যমকর্মী, কৃষি অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ সরিষা জাত বারী ১৪ ক্ষেত প্লট পরিদর্শন করেন ও সরিষা থেকে তৈল উৎপাদন মেশিন দিয়ে কিভাবে তৈল তৈরী করে পর্যবেক্ষণ করেন।

মেহেরপুরের সিংহাটিতে তুলার

মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদরের পূর্ব সিংহাটি গ্রামে পরিকল্পিত উপায়ে তুলা চাষ বাড়াতে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল সোমবার বিকেল ৪ টায় বারাদী ইউনিয়নের পূর্বপাড়া সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে ও মেহেরপুর সদর ইউনিটের সহযোগিতায় এবং রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গার প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা সেন দেবাশীষ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সুপ্রিম সীড এর প্রতিনিধি হুমায়ন আহমেদ।

বারাদী ইউনিয়নের ৩০ জন তুলা চাষীদের নিয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে তুলা ফসলের ফলন বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বারাদী অফিসের কটন ইউনিট অফিসার জাকারিয়া ইকবাল।

মেহেরপুরের শোলমারীতে মাঠ দিবস অনুষ্টিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে এসিআই সীডসের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফুলকপি ” হোয়াইট মাস্টার ” এর উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় শোলমারী উত্তরপাড়া মাঠে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রিটেলার ময়েজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন ডিলার মোঃ নাহারুল ইসলাম ও মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান।

আগামী সিজেনে হোয়াইট মাস্টার ফুলকপি চাষ করার ইচ্ছে পোষণ করেছে স্থানীয় চাষীরা। উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসিআই সীডসের মার্কেটিং অফিসার মোঃ পারভেজ আলী।

এ সময় মাঠ দিবসে আরো উপস্থিত ছিলেন শোলমারী গ্রামের ৮০/৮৫ জন চাষী।

আলমডাঙ্গায় মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলার ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার বিকেল ৪ টার দিকে উপজেলার বকসিপুর-মাজু গ্রামের মাঠে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনার কর্মসূচি পালন করা হয়।

মাঠ দিবস ও কারিগরি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার ডিডি, ডিএই, কৃষিবিদ মো: মাসুদুর রহমান সরকার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান সরকার বলেন, সরিষা তেলজাতীয় ফসল। এই ফসলের মাধ্যমে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলো হলো তেল, মধু ও জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। সরিষা চাষে যেমন শারীরিক উপকারে আসে তেমনি আর্থিকভাবেও স্বাবলম্বী করে তোলে। আপনাদের এলাকায় সরিষা চাষে ব্যাপক সাড়া পাওয়াই এঅঞ্চলে মৌসুমে হলুদ ফুলে ছেয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- যশোর আঞ্চলিক তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ এ,এইচ,এম জাহাঙ্গীর আলম, উপসহকারী কৃষি আবু জাফর ওবাইদুল্লাহ, উপসহকারী কৃষি অফিসার হুমায়ন কবির, রফিকুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, পাপিয়া

খাতুন, শারমিন আক্তার, সেলিনুর রহমান। এছাড়া আলোচনা সভার আগে কৃষকদের মাঝে সরিষা ও ভুট্রা উৎপাদনে বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১২টার সময় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে জয়রামপুর শেখ পাড়ায় রুহুল আমিনের আম বাগানে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ মাসুদুর রহমান সরকার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার এ এইচ এম জাহাঙ্গীর আলম।

এ ছাড়াও অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (শস্য) কৃষ্ণ রায়, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার জালাল উদ্দীন, খালিদ সাইফুল্লাহ, মুকুল হোসেন, হাবিবুর রহমান সহ স্থানীয় কৃষক কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]